ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

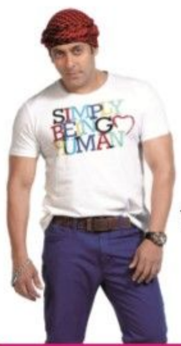

পরিবারের সঙ্গে ছবি দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন সালমান খান

পৃঃ ৫

চলতি বছর পাঁচবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮৪ ● কলকাতা ● ১৯ আষাঢ়, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৫ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

পঞ্চায়েতের জন্যই যে হিংসা হচ্ছে

এমন ব্যাপার নয়। ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখাচ্ছে মিডিয়া:ডিজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ৮ জুন পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়। আর তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলায় অশান্তি ও হিংসার বলি ১৩ জন। বিরোধীরা বারবার হিংসার ঘটনা তুলে ধরে সরব হচ্ছেন। এই সংক্রান্ত একের পর এক মামলা দায়ের হচ্ছে আদালতে। কিন্তু এমতাবস্থাতেও রাজ্যের ডিজি মনোজ মালব্য বলে দিচ্ছেন, হিংসার ঘটনা একেবারেই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।দিনহাটা থেকে ক্যানিং, বাসন্তী থেকে চোপড়া- পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে লাগাতার নানা হিংসার ঘটনা উঠে এসেছে শিরোনামে। কখনও মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ গিয়েছে দলীয় নেতা-কর্মীর তো কখনও বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অশান্তির ঘটনায় বিরোধীদের পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে একহাত নেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। তবে রাজ্যের ডিজি সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন, দু-তিনটে ছোট ঘটনা ছাড়া বাংলায় হিংসা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।মঙ্গলবার বিহার ও ঝাড়খণ্ডের ডিজি সঙ্গে বৈঠকের

এরপর ৩ পাতায়

প্রচারে গিয়ে কপ্টার দুর্ঘটনায় চোট,

মুখ্যমন্ত্রীর হাঁটুতে অপারেশনের সম্ভাবনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে উত্তরবঙ্গে গিয়ে সেখান থেকে ফেরার পথে কপ্টার দুর্ঘটনায় পায়ে, কোমরে চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার তাঁর অস্ত্রোপচার হতে পারে। নিজেই সেকথা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, "আমার আরও ৮-১০ দিন লাগবে। এছাড়া এসএসকেএম সূত্রেও খবর, মুখ্যমন্ত্রীর অস্ত্রোপচার করানো প্রয়োজন। এর আগে একুশের বিধানসভা নির্বাচনের নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে বিরুলিয়া বাজারের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গাড়িতে উঠতে গিয়ে তাঁর পায়ে চোট লাগে, প্লাস্টার করাতে হয়। হুইল চেয়ারে বসেই তিনি বাকি প্রচার সারেন। এবার আবার পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে গিয়ে কপ্টার দুর্ঘটনা। সবমিলিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর শারীরিক আঘাত অনেকটাই। তাই এবার তাঁর অপারেশন হওয়া স্বাভাবিক।তারপর আমি বেরতে পারব। তারপর আমার ছোটখাটো অপারেশন করতে হবে। আমার হাঁটুতে জোর লেগেছে।' গত সপ্তাহে জলপাইগুড়িতে প্রচারে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে কলকাতা ফেরার পথে দুর্যোগে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার। যার জেরে কপ্টারটি জরুরি অবতরণ করে সেবকের এয়ার বেসে। কপ্টারের দুলুনিতে এবং কপ্টার নামতে গিয়ে কোমরে ও পায়ে চোট

এরপর ৩ পাতায়

প্রিয় ছাগল বলি দেওয়াই হল কাল!

মালিকের প্রাণ নিল সেই ছাগলের চোখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মনস্কামনা পূরণ হলে মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে ছাগবলি দেবেন বলে মনস্থির করছিলেন যুবক। তারপর সত্যিই পূরণ হয়েছিল সেই ইচ্ছা। সেই মতো ছাগল কিনে মন্দিরে গিয়ে বলি দিয়ে মানত রক্ষা করেও এসেছিলেন । কিন্তু তারপরে যা হল, তা ভাবনারও বাইরে। বলি হওয়া সেই ছাগলই যে তাঁর প্রাণ নেবে, তা কে জানত!

তাঁর অবস্থা দেখে উপস্থিত লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিতসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।৫০ বছরের বাগর সাই ছত্তীসগড়ের সুজাপুর জেলার মদনপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় একটি মন্দিরে তিনি মানত করেছিলেন, যা চাইছেন তা যদি পান, তাহলে ঈশ্বরের থানে এসে ছাগল বলি দিয়ে যাবেন। তারপর সত্যি তাঁর মনোবাসনা পূরণ হয়। এরপর গত রবিবার গ্রামের আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে খোপা ধাম এলাকায় একটি মন্দিরে গিয়ে ছাগল বলি দিয়ে ধুমধাম করে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরেন বাগর সাই।

তারপর সেই বলি দেওয়া ছাগলের মাংস রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁরা পুজো দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে ভোগের মাংস খেতে বসেন। বাগর সাই সেই মাংস থেকে ছাগলের একটি চোখ তুলে নিয়ে খেতে শুরু করেন। তাতেই ঘটে বিপত্তি। বলি হয়ে যাওয়া ছাগলের চোখ গিয়ে সোজা আটকে যায় বাগরের গলায়। শ্বাসরোধ হয়ে যায় তাঁর। দম নেওয়ার চেষ্টায় ছটফট করতে শুরু করেন তিনি।চিকিতসকরা সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিতসকরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে।

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
8. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

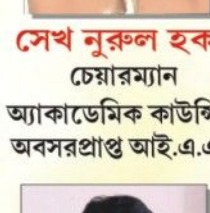

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

অশান্তি রুখতে কড়া নির্দেশ কমিশনের,

অশান্তিপ্রবণ এলাকায় রুটমার্চের নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অশান্তি রুখতে ফের কড়া নির্দেশ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। অশান্তিপ্রবণ এলাকায় আপনারা রুটমার্চ করান। যে যে জায়গাগুলি থেকে অশান্তির অভিযোগ আসছে, সেই এলাকাগুলিকে আপনারা গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে অশান্তিপ্রবণ এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে রাখুন। একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে রুটমার্চ করান।কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রতিটি বুথে রাখার জন্য আগে থেকেই দাবি করছিল বিরোধী দলগুলি। সেই নির্বাচন কমিশনেও একাধিক দাবি জানানো হয়েছিল। সেই নিয়ে মামলাও হয়। এ দিকে এর আগেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, প্রতিটি বুথে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে। আর সেই পথেই এ বার আরও নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিল আদালত। আদালতের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হল, বাহিনী থাকবে মানে, সেই বাহিনীতে থাকবে রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী ও কেন্দ্রের সশস্ত্র বাহিনী।

অশান্তির অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। কমিশনের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জেলা মহকুমা ও ব্লক করে কন্ট্রোল রুমকে আরও অ্যাকটিউ করুন। যে যে জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটছে, তার রিপোর্ট আপনারা পাঠাবেন। প্রয়োজন হলে যে যে জায়গায় অশান্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সেখানে সেখানে বাহিনী মোতায়েন করে রাখুন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ বিভিন্ন জেলার এসপি, সিপিদের।তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিতর্ক যেন থামছে না। এ বার রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য বাহিনী মিলিয়ে মিশিয় রাখার নির্দেশ দেওয়া হল আদালতের তরফ থেকে। একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। প্রধার বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের তরফে নির্দেশ আইজি বিএসএ, নোডাল অফিসারদের। বুথে সশস্ত্র বাহিনী রাখতে হবে, এখানে ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, ৫০ শতাংশ রাজ্যের বাহিনী থাকবে। ভোট গণনার দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে চাঁচলে বড়সড় ধাক্কা কংগ্রেসের,

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন অঞ্চল সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী কর্মাধক্ষ্যা

সানু ইসলাম: নিউজ সারাদিন : প্রতীক্ষার আর ৩ দিন।গ্রাম দখলের লড়াইয়ে এই মুহূর্তে নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল। চলছে অন্তিম মুহূর্তের প্রচার পর্ব। তারই মাঝে মালদহের চাঁচলে বড়সড় ধাক্কা কংগ্রেসের।দল ছাড়লেন অলিহন্ডা অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি বর্ষীয়ান নেতা ইয়াসিন আলী,তার সহধর্মিনী চাঁচল ১ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষা রোসনারা বিবি সহ প্রায় দুই শতাধিক কংগ্রেস কর্মী।মালদা জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি তথা ১৩ নং জেলা পরিষদ আসনের তৃণমূল প্রার্থী এটিএম রফিকুল হোসেনের নেতৃত্বে হয় এই যোগদান কর্মসূচি।

যদিও এই যোগদানকে গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।চাঁচলে নিজেদের গড় পুনরুদ্ধারে এই মুহূর্তে মরিয়া কংগ্রেস।চাঁচল ১ নং ব্লকের অন্তর্গত জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি আসনেই সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করছে তারা। ভোটের প্রাক্কালে বারবার যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে কংগ্রেস শিবিরকে। কিন্তু ভোটের প্রাক্কালে তাল কাটলো এই যোগদান।অলিহন্ডা অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি ইয়াসিন আলী দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত।ওই অঞ্চলের রাজনীতিতে অন্যতম পুরনো মুখ।তার উপর নির্ভর করেই উক্ত অঞ্চলে নির্বাচনের রণনীতি সাজিয়েছিল কংগ্রেস। পাশাপাশি তার স্ত্রী রোশনারা বিবিও চাঁচলের রাজনীতিতে পোড় খাওয়া নেত্রী। মহিলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলেছেন।পঞ্চায়েত সমিতিতে টানা ১৫ বছর জিতেছেন।ভোটের মুখে তাদের দলত্যাগ স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব ফেলবে কংগ্রেসের লড়াইয়ে। যোগদানকারীদের মূল অভিযোগ কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্ব দল পরিচালনার ক্ষেত্রে অঞ্চল সভাপতির সিদ্ধান্ত কে গুরুত্ব দিচ্ছিল না। রোশনারা বিবিও টিকিট পাননি এই ভোটে।ক্রমশ তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন দলে। তাই ভোটের আগে অনুগামীদের নিয়ে দলত্যাগ করলেন। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি এই যোগদান পঞ্চায়েত লড়াইয়ে তাদের আরো অক্সিজেন যোগাবে। অন্যদিকে যোগদান কে গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস।কংগ্রেসের অভিযোগ তিনি ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দল ত্যাগ করেছেন।তার সঙ্গে কোন কর্মী নেই।এই যোগদানের কোনরকম প্রভাব পড়বে না।

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে

দুই শিশুসহ চার ব্যক্তি আহত

হরিপদ রায়, কোচবিহার : নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। এরই মধ্যে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে দুই শিশুসহ চার ব্যক্তি আহত হওয়ার ঘটনায় দিনহাটার রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে কোচবিহারের দিনহাটায় ১ নম্বর ব্লকের গোসানিমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটো নাটাবাড়ি এলাকায়। আহত চারজনই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। এতগুলি বোমা কি কারণে ওই বাড়িতে মজুদ করা হয়েছিল কিংবা ওই বাড়িতেই বোমা তৈরি করা হতো কিনা? সামগ্রিক বিষয় নিয়ে তদন্তে নেমেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যে সাত্তার মিয়ার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সে তৃণমূলের কোন কর্মী নয়। বিজেপির তরফ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, ওই ব্যক্তি তৃণমূলের কর্মী। ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ চলছে বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এদিন দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গোসানিমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট নাটাবাড়ি এলাকার সাত্তার মিয়ার বাড়িতে চার থেকে পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় দুজন শিশুসহ চারজন বোমার আঘাতে ঝলসে যায়। প্রচন্ড অবস্থায় তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। যে চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাদের মধ্যে ওই বাড়ির মালিক সাত্তার মিয়া, মোজাফফর মিয়া ছাড়াও আরো দুজন শিশুর রয়েছে। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে চলে যায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। কোন উদ্দেশ্যে ওই বাড়িতে বোমা মজুদ করে রেখেছিল, নাকি ওই বাড়িতেই বোমা তৈরি করা হতো তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গোসানিমারির ছোট নাটাবাড়ি এলাকায় এক বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যে বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ওই বাড়ির মালিক তৃণমূল কংগ্রেসের কোন কর্মী নয়। তবে ওই বাড়িতে বিজেপি কর্মীদের যাতায়াত ছিল। বিজেপির দুষ্কৃতীরা তার কাছ থেকে বোমা নিয়ে যেত এবং এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি করে আসছে।

এ বিষয়ে তৃণমূলের সিতাই কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, আব্দুল সাত্তার অর্থাৎ যার বাড়িতে এই বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সে তৃণমূলের লোক নয়। সে বিজেপি দলের লোক। গতরাতেও ওরা তৃণমূলের পার্টি অফিসে বোমাবাজি করে।

এ বিষয়ে বিজেপি দলের সিতাই ৩ নম্বর মন্ডল সভাপতি সুশিল বর্মন বলেন, সাত্তার মিয়া তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। সে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কেরামত আলীর ডান হাত। প্রায় মাসখানিক ধরে ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমা বাধা হচ্ছিল। সেখান থেকে বোমা নিয়েই এলাকার তৃণমূল কর্মীরা বিরোধীদের ভয় দেখাতো। এদিন বোমা বানাতে গিয়েই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তিনি জানান, ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিকের কর্মসূচি ছিল। ওই দুর্ঘটনা ঘটার ফলে সেই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ জানিয়েছেন, এদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ দিনহাটায় ১ নম্বর ব্লকের গোসানিমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট নাটাবাড়ি এলাকার ছাত্তার মিয়ার বাড়িতে চার থেকে পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ছাত্তার মিয়া, মুজাফফর মিয়া ছাড়াও আরো দুজন শিশু আহত হয়েছে। তারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বিধানসভা ভোটের পর থেকেই দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই সংঘর্ষে বোমাবাজি এমনকি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হর হামেশাই ঘটে চলেছে। পঞ্চায়েত ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এই ভোটের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওই বোমা গুলি ওই বাড়িতে মজুদ করা হয়েছিল কিম্বা ওই বাড়িতেই তা বানানো হয়েছিল কিনা তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। এদিকে ঘটনা ঘটার পরেই ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

একধাক্কায় রাজ্যের স্পর্শকাতর

বুথের সংখ্যা বাড়ল ৪৮ গুণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছিল ১০০। হল ৪ হাজার ৮৩৪। একধাক্কায় রাজ্যের স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা বাড়ল ৪৮ গুণ। যা পঞ্চায়েত নির্বাচনের রাজেয়র মোট বুথের ৭.৮৪ শতাংশ। সোমবার এমনই তথ্য দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নিরাপত্তায় জোর দিয়ে স্পর্শকাতর বুথে অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের কথাও জানিয়েছে কমিশন।ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ২২ জেলার জন্য রয়েছেন ২১ জন। এছাড়াও ২৩৮ জন বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বাহিনী মোতায়েন-সহ একাধিক কাজের ক্ষেত্রে নিয়োগ হয়েছে নোডাল অফিসারও। সবমিলিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের দিন নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে চাইছে কমিশন। অন্তত এদিন সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে তারা।তবে আদালতের নির্দেশ মেনে বুথের ভিতর থাকবে না সিভিক ভলান্টিয়ার। তারা মূলত ভোটের লাইন নিয়ন্ত্রণ, নাকা চেকিংয়ের মতো কাজ সামলাবে। কিন্তু বুথের ভিতর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপি প্রার্থী প্রতি দিচ্ছে ৩ হাজার,

দলের মধ্যেই গোঁসা কর্মীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশের ভোটে বাংলায় প্রচারে বিজেপি কী পরিমাণ টাকা খরচ করেছিল, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর একেকটি সভার আয়োজন করতেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তাঁবু এসেছে ভিন রাজ্য থেকে। শুধু কি তাই, পতাকা-হোর্ডিংয়ে অর্থ খরচে কোনও কার্পণ্য দেখেনি বর্ধমান।আবার বর্ধমান জেলা বিজেপির এক নেতার কথায়, জেলায় অর্ধেক আসনে দল প্রার্থী দিতে পারেনি। টাকা পয়সার চেয়ে এটা বেশি লজ্জার। সংগঠনের নিচুতলায় যে লোকের অভাব রয়েছে তা এতে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়, টাকার অভাব নিয়ে কেউ সমালোচনা করবে না, কিন্তু এই যে বুথে লোকের অভাব এটা সাংগঠনিক দুর্বলতা বোঝাচ্ছে।

পূর্ব বর্ধমানে গ্রাম সংসদে ৪০১০টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে ১৮৩৯টিতে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬৪০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩৮৭ জন প্রার্থী দিয়েছে। আর জেলা পরিষদের ৬৬টি আসনের মধ্যে ৬৫টিতে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি।দলীয় সূত্রে খবর, গ্রাম সংসদের প্রার্থীদের মাথা পিছু ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীরা পেয়েছেন ১৫ হাজার টাকা করে। আর জেলা পরিষদের প্রার্থীদের ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

অনেকের মনে হতেই পারে, পঞ্চায়েত ভোটে এর চেয়ে বেশি কী লাগে? কিন্তু ঘটনা হল, পঞ্চায়েত ভোটেও বাংলায় একাংশ প্রার্থী যে পরিমাণ খরচ করছেন তা চোখ কপালে তোলার মতো। হাওড়ায় জেলা পরিষদের এক প্রার্থী শুধু ত্রিপল বিলি করেছেন ৩০ লক্ষ টাকার। এর পর হোর্ডিং, ব্যানার, আনুসঙ্গিক প্রচার পরের কথা।টাকা কম দেওয়ায় বর্ধমানে বিজেপি প্রার্থীদের অনেকেই রেগে আছেন। জেলা ও রাজ্যের নেতাদের ব্যাপারটা তাঁরা অনেকেই জানিয়েছেন। তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। বিজেপির একাধিক প্রার্থীর কথায়, একটা ছোটখাটো পথসভা করতেও আজকাল ৮-১০ হাজার টাকা খরচ হয়। তিন হাজার টাকায় কী হবে?

বিজেপির মধ্যে আবার খরচ নিয়ে বিভাজনের ছবি রয়েছে বলে অভিযোগ। বর্ধমানে প্রার্থীরা যে পরিমাণ সাহায্য পাচ্ছে দল থেকে, পূর্ব মেদিনীপুরে নাকি তার চেয়ে বেশি পাচ্ছে। সেখানে এক নেতা টাকা জোগাচ্ছেন বলে সূত্রের দাবি। আবার কোচবিহারেও প্রার্থীদের অভাবের কথা শোনা যায়নি।রাজ্য বিজেপির এক নেতা এদিন বলেন, বিধানসভা ভোটে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করেছিল দিল্লি। তার অনেকটাই অকাজে খরচ হয়েছে। রূপোলি পর্দার লোকজনকে এনে ফালতু টাকা নষ্ট করা হয়েছে। জেলাতেও অনেক জায়গায় খরচের হিসাব পাওয়া যায়নি। এবার হয়তো সে কারণেই খরচে রাশ টানা হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

পঞ্চায়েতের জন্যই যে হিংসা হচ্ছে এমন ব্যাপার নয়। ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখাচ্ছে মিডিয়া : ডিজি

পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের ডিজি মনোজ মালব্য জানান, এই রাজ্যে বড় ধরনের কোনও হিংসার ঘটনা হয়নি। তিনি বলেন, 'রাজ্যে হিংসার ঘটনা সবই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আপনারা খুব ভালই জানেন যে রাজনৈতিক হিংসার চেহারা অনেকক্ষেত্রে আরও ভয়ংকর হয়ে থাকে। আর এখানে যা ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে, তা ভোট না থাকলেও ঘটে থাকে। তাছাড়া শুধু পঞ্চায়েতের জন্যই যে হিংসা হচ্ছে এমন ব্যাপার নয়। ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখাচ্ছে মিডিয়া।'

এরপরই তিনি জানান, হিংসা রুখতে সর্বদা তৈরি পুলিশ-প্রশাসন। মনোজ মালবয়র কথায়, 'দু-তিনটি ছোট ঘটনা ঘটেছে। যাতে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশ ভাল কাজ করছে। উপরতলা থেকে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, কোনও ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচন ভালভাবেই হবে।'

১-ম পাতার পর

প্রচারে গিয়ে কপ্টার দুর্ঘটনায় চোট, মুখ্যমন্ত্রীর হাঁটুতে অপারেশনের সম্ভাবনা

পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় নেমে সঙ্গে সঙ্গে এসএসকেএমে যান তিনি। সেখানে চিকিতসকরা নানা পরীক্ষার পর তাঁকে ভরতি হওয়ার কথা বলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি বাড়ি ফিরতে চান। বাড়ি থেকেই চিকিতসা করাবেন।

সেইমতো বাড়িতে শুরু হয় চিকিৎসা। চলে ফিজিও থেরাপি। সশরীরে আর কোথাও ভোটপ্রচারে যেতে পারেননি তৃণমূল নেত্রী। সোমবার বীরভূম যাওয়ার কথা থাকলেও দুবরাজপুরে ভারচুয়াল সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখান থেকেই অস্ত্রোপচারের কথা জানান তিনি। বিরোধীদের কটাক্ষের জবাব দিয়ে বলেন, 'আমার দুর্ঘটনা নিয়ে কুতসা করে বেড়াচ্ছে বিরোধীরা। মরে যেতে পারতাম। অথচ তাকে নিয়ে কুতসা! আমি তার বিচার চাইব জনগণের কাছে। আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের কাছে যাই। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেই আমি বোর্ড গঠনের সময় আপনাদের কাছে যাব।'

২ পাতার পর

একধাক্কায় রাজ্যের স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা বাড়ল ৪৮ গুণ

কি না তা এখনও স্পষ্ট করেনি কমিশন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন ও প্রচার পর্বেই ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। দফায়-দফায় অশান্তি চলছে কয়েকটি জেলাতে। তাই ভোটের দিন নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখত রাজি নয় রাজয় নির্বাচন কমিশন। তাই ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন হচ্ছে ৭০ হাজার সশস্ত্র পুলিশ। এর মধ্যে থাকবে ১২ হাজার কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী আর বাকিটা রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী। কমিশন প্রত্যেক বুথে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের আশ্বাস দিলেও তা কেন্দ্রীয় বাহিনীই হবে কি না তা এখনও স্পষ্ট করেনি। তাদের মতে, হিংসার ঘটনা ঘটে গ্রামে-গ্রামে। তাই সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা ভাবছে কমিশন। তবে এনিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাখা হবে মোবাইল ফোর্স। এদিকে বুথে বুথে মোতায়েনের জন্য ৬৬ হাজার পুলিশ রাখা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই পোস্টিং এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে মুর্শিদাবাদে। সংখ্যাটা ৫৪১। শতাংশের নিরিখে ১০। উত্তপ্ত কোচবিহারে এই সংখ্যাটা ৩১৭। শতাংশের নিরিখে প্রায় ১৩। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে ৩৫৩টি। জেলার মোট বুথের নিরিখে প্রায় ১১.৬৩ শতাংশ। পুরুলিয়ার ১০.৫ শতাংশ বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদালত জানিয়েছিল, ভোটের দিন ১০০ শতাংশ বুথেই সিসিটিভি রাখতে হবে। কমিশন জানিয়েছে, ৯৫ শতাংষ বুথে সিসিটিভি থাকবে। বাকি ৫ শতাংশ বুথে করা হবে ভিডিওগ্রাফি। আদালতের নির্দেশ মতো বুথে বুথে সিভিক পুলিশকে ব্যবহার করা হবে না। নাকা চেকিং, লাইন নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচন ব্যবস্থপনার কাজে তাদের ব্যবহার করা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং আইএএস এবং অন্য সর্বভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে আধিকারিকদের সেন্ট্রাল ডেপুটেশনে পাঠাতে রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করেছেন

নতুন দিল্লি, ৪ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মী, জনঅভিযোগ, পেশন, আনবিক শক্তি এবং মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং আইএএস এবং অন্য সর্বভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে আধিকারিকদের সেন্ট্রাল ডেপুটেশনে পাঠাতে রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আদর্শ ও ভাবধারাকে অনুসরণ করার আর্জি জানিয়েছেন।

কর্মী, সাধারণ প্রশাসন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের দায়িত্বে থাকা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রধান সচিবদের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে এটা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উভয়েরই দায়িত্ব এই সার্ভিসের সর্বভারতীয় চরিত্র বজায় রাখা। আইএএস এবং সর্বভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে আধিকারিকদের কাজের স্বার্থেই তাঁদের কেন্দ্রীয় স্তরে অভিজ্ঞতা অর্জন প্রয়োজন এবং তা তাঁদের ভবিষ্যৎ পদোন্নতির স্বার্থেই হওয়া দরকার। মুসৌরির এলবিএসএনএএ-র অধিকর্তাকে তিনি এজন্য তরুণ অফিসারদের কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় স্তরে কাজ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বলেন। তাঁদের সঠিক দিশা নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আইএএস অফিসাররা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের স্বার্থেই কাজ করেন।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আধিকারিকরা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন ধারণার প্রয়োগগত অভিজ্ঞতার নানা সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, জনমুখী এবং দরিদ্র বান্ধব অনেক উদ্ভাবনী প্রকল্প যেমন - স্বচ্ছ ভারত, জ্যাম ট্রিনিটি, জলজীবন, পিএম কিষাণ ২০১৪ সালের পর থেকে চালু হয়েছে, যেগুলির আর্থসামাজিক প্রভাব অপরিসীম। তিনি বলেন, প্রযুক্তির অধিকতর প্রয়োগের ফলে প্রশাসনের স্বচ্ছতা এসেছে। যার দ্বারা স্বজন-পোষণ ও কায়েমি স্বার্থ দূর করা গেছে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অঙ্গ হল সেন্ট্রাল ডেপুটেশন। এক্ষেত্রে তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রের সঙ্গে সুসমন্বয় বজায় রাখতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে আধিকারিকরা রাজ্য এবং কেন্দ্র স্তরের উভয় ক্ষেত্রেই সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারফেস। ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, সর্বভারতীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্যাডার ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে এবং আদর্শ ও ভাবধারার ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা উচিত। এর অন্যতম চরিত্র হল সর্বভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে আধিকারিকদের কেন্দ্রে ডেপুটেশনে পাঠানো। ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সর্বভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে আধিকারিকদের কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে কর্মক্ষেত্রে তাঁরা যাতে উন্নত দক্ষতা বজায় রাখতে পারেন সেদিকে তাকিয়ে প্রাচীন ধ্যান ধারণা সরিয়ে রেখে এই সর্বভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে আধিকারিকদের সার্ভিস রেকর্ডের ব্যাপক পর্যালোচনা করেছে এবং তা করা হয়েছে এআইএস (ডিসিআরবি) আইন ১৯৫৮-র ১৬(৩) ধারা অনুযায়ী। মন্ত্রী এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকেও কর্মী ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের ইন্টিমেশন মোতাবেক রাজ্য সরকারগুলিকে কাজের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট পর্যালোচনা দ্রুত সম্পাদন করতে অনুরোধ করেছেন। মিশন কর্মযোগী প্রসঙ্গে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দক্ষ সরকারি অফিসার হয়ে উঠতে গেলে একজনকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই জাতীয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছে। রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার অনুরূপ মডিউল তৈরি করেছে। এর পূর্ণ সুবিধা নিতে তিনি তাঁদের অনুরোধ করেন। মন্ত্রী বলেন, সর্বভারতীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে আধিকারিকরা ভারতীয় প্রশাসনের মেরুদন্ড স্বরূপ। দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকেও অনুরূপ দায়বদ্ধতা বজায় রাখা দরকার। যাতে করে সরকারি নীতি এবং কর্মসূচির সফল রূপায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা ফলপ্রদ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এজন্য এই দপ্তর এবং অন্য অংশীদারদের নিয়মিত মত বিনিময় একটি মঞ্চ গড়ে ওঠা দরকার বলেও তিনি জানান। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি দেশের সব থেকে বেশি কর্মী নিয়োগ করে থাকে। প্রত্যেক নাগরিকের কাছে সরকারি চাকরি একটা স্বপ্নের মত। জনগণ সরকারি চাকরির দিকে তাকিয়ে থাকেন, কারণ কেবলমাত্র নানা সুবিধা, ভাল বেতন এবং চাকরি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রয়েছে বলেই নয়, বরং নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে হয়, এটাও একটা বড় কারণ। ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, "আমি আপনাদের আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই সমস্ত শূন্য পদ পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আমি চাইবো রাজ্য সরকারগুলিও অনুরূপ উদ্যোগ নিক। সরকারি চাকরি পাওয়া প্রত্যেক চাকরি প্রার্থীর কাছে একটি স্বপ্নের মত হলেও চাকরির ক্ষেত্রে সততা এবং নিষ্ঠা বজায় রাখা এবং জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে"। ডঃ জিতেন্দ্র সিং কর্মী ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের সচিবকে ধন্যবাদ জানান এই জাতীয় আলোচনাচক্রের আয়োজনের জন্য এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই দপ্তর নিয়মিত এই আলোচনা সংস্থান রাখবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

পাচারকারী সন্দেহে গুলি বনকর্মীদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জঙ্গল থেকে গাছ কেটে বেরনোর সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল এক যুবকের। বনকর্মীদের দাবি, ওই যুবক পাচারকারী। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই যুবক কোনও পাচারকারী নন, সাধারণ বাসিন্দা। জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ আনতে গিয়েছিল। বনকর্মীদের গুলিতে মৃত্যু হওয়ায় তা নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। মৃতের নাম জিতেন্দ্র রাভা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, মৃত যুবক জ্বালানি কাঠ আনতে গিয়েছিল, কোনও কাঠ পাচারকারী নয়। এলাকায় বনকর্মীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ উসকে উঠলে ঘটনাস্থলে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ওয়াংদেন ভুটিয়া-সহ ধূপগুড়ি ও বিন্নাগুড়ি আউট পোস্টের পুলিশ। মৃতদেহ রাস্তায় রেখে পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, কাঠ পাচারকারীদের রুখতে ভুল ভেবে সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালাচ্ছে বনকর্মীরা। বনদপ্তর সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে গয়েরকাটা মোরাঘাট রেঞ্জে জঙ্গলের ভিতর থেকে শাল গাছ কেটে সাইকেল করে পাচার করা হচ্ছিল। সেই সময় বনকর্মীদের মুখোমুখি হয় তারা। বনকর্মীরা বাধা দিতে গেলে তাঁদের উপর পাচারকারীরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ। তখনই বনকর্মীরা শূন্যে গুলি চালায়। এমনটাই দাবি বনদপ্তরের।

রাজস্থানের প্রতাপগড়ে ৫০০০ কোটি টাকার ১১টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শ্রী নীতিন গড়কড়ির

নতুন দিল্লি ০৪ জুলাই,২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী শ্রী নীতিন গড়কড়ি আজ রাজস্থানের প্রতাপগড়ে ৫০০০ কোটি টাকার ১১টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন।

রাজস্থানে আজ ৩৭৭৫ কোটি টাকার ২১৯ কিলোমিটারের ৪টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয় । ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কে কিষাণগড় থেকে গুলবাপুরা পর্যন্ত ৬ লেনের প্রকল্পের ফলে আজমেঢ় ও ভিলওয়াড়া জেলার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে । ৬ লেনের গুলবাপুরা থেকে চিতোরগড় পর্যন্ত প্রকল্পটি ভিলওয়াড়া ও চিতোরগড় জেলার উদয়পুর, জয়পুর ও কোটা এলাকার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে । মান্ড্রায়াল এলাকায় ছম্বল নদীর ওপর একটি সেতুরও আজ উদ্বোধন করা হয় । এই সেতুটি রাজস্থানের মান্ড্রায়াল, করৌলি এবং মধ্যপ্রদেশের সবলগড়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে । ১৮৫০ কোটি টাকার ২২১ কিলোমিটারের ৭টি প্রকল্পেরও আজ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় । এই প্রকল্পগুলি নাথদুয়ারা এবং উদয়পুর বিমানবন্দরের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তুলবে । প্রতাপগড় বাইপাস তৈরির কাজ শেষ হলে এই শহরে যানজট অনেকটা কমবে । সাঙওয়াড়া ও গড়হি এলাকায় বাইপাস নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলে, দুঙ্গারপুর ও বঙ্গওয়াড়ার মধ্যে দূরত্ব ১০ কিলোমিটার কমবে । বন্যপ্রাণীদের রক্ষায় বীওয়াড়-গোমতী সড়কে টোডগড় অভয়ারণ্যে ১৩টি আন্ডারপাস তৈরি করা হবে । রাজস্থানে ২২৫০ কোটি টাকার ৭৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এগুলির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

কলকাতার ২২টি সরকারি স্কুলকে স্মার্ট স্কুলে রূপান্তর করার উদ্যোগ নেওয়া হল

কলকাতা, ৩০শে জুন ২০২৩: নিউজ সারাদিন : গত ২২শে জুন 'দ্য উই ফাউন্ডেশন নামক এক এন.জি.ও, ইউ.টি.আই. ইনফ্রাস্ট্রাকচার টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস এবং সমগ্র শিক্ষা মিশন, কলকাতা-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কলকাতা শিক্ষা ভবনে একটি অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ২২টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলে কিছু ডিজিটাল সামগ্রী যেমন ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, হোয়াইট বোর্ড, প্রজেক্টর ইত্যাদি দিয়ে এই স্কুলগুলিকে 'স্মার্ট স্কুল' প্রজেক্টের আওতায় আনা। এটা নিশ্চিত করা যে কেউই পিছিয়ে থাকবে না কারণ প্রত্যেক শিশুর এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ পাওয়া তাদের অধিকারের মধ্যে পরে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্কুল শিক্ষার স্টেট অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। আরও ছিলেন কলকাতা সমগ্র শিক্ষা মিশনের চেয়ারম্যান শ্রী কার্তিক মান্না, ইউ.টি.আই.আই.এস.এল-এর ভি.পি. অ্যান্ড নোডাল অফিসার সি.এস.আর অফিসার শ্রীমতী নয়না কোটিয়ান, ইউ.টি.আই.আই.এস.এল-এর ডেপুটি ভি.পি. অ্যান্ড ইস্টার্ন রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী তাপস কুমার সাঁতরা এবং দ্য উই ফাউন্ডেশন কলকাতার ডিরেক্টর শ্রীমতী নবনীতা ব্যানার্জী ও স্মার্ট স্কুল প্রোগ্রামটি ছিল দ্য উই ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগ। শ্রীমতি কোটিয়ান বলেন "আশা করা যায় করোনা পরবর্তী সময়ে নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলের বাচ্চারা এইবার স্কুলে আসতে উৎসাহী হবে।" শ্রীমতি ব্যানার্জী বলেন "পাঠ্য বইকে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বাচ্চারা নতুন করে আবিষ্কার করবে এবং শিক্ষার প্রতি আকর্ষিত হবে।"

পশ্চিমবঙ্গে এইরকম উদ্যোগ এই প্রথম। ৫০০০ ছাত্রছাত্রী এবং ২৫০ শিক্ষক শিক্ষিকারা এতে উপকৃত হবে। এতরকমের ই-কনটেন্ট পেয়ে ছাত্ররা পড়াশোনার প্রতি নতুন করে স্কুলে আসতে উৎসাহিত হবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ১৮৪ সংখ্যা ০৫ জুলাই, ২০২৩ বুধবার ১৯ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দলের প্রচার কর্মসূচিতে যাচ্ছেন না সায়নী

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেবেন সায়নী ঘোষ। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কুন্তল ঘোষের সঙ্গে যোগসূত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হাজিরার জন্য সায়নী ঘোষকে সমন পাঠায় ইডি। ইডি তাঁকে নোটিস পাঠানোর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই পঞ্চায়েতের কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায়নি সায়নী ঘোষকে।যা নিয়ে সায়নীর সাফ বক্তব্য, '৫ জুলাই আবার যাব। সশরীরেই হাজিরা দেব। যতবার ডাকবে ততবার যাব। যারা চুরি করে তারা পালিয়ে বেড়ায়। আমি কেন পালিয়ে বেড়াব? ভোটের প্রচারের মুখে বার বার ডাকায় অসুবিধা তো হচ্ছে। কিন্তু কী করব? আমি একা নই। দলের অনেক নেতাকেই এই পরিস্থিতি ফেস করতে হয়েছে। একটা বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে এরকম পরিস্থিতি আসেই। দল পাশে আছে। আরও কিছু নথি বাকি রয়ে গিয়েছে। নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'গত শুক্রবার ইডি দফতরে হাজিরা দেন সায়নী ঘোষ। এরপর কার্যত এক সপ্তাহ পর আজ ফের পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়াতে দলের হয়ে পঞ্চায়েতের প্রচারে সায়নী ঘোষ নামছেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ জানা গিয়েছে, সায়নীকে আজ দলের পক্ষ থেকে কর্মসূচি দেওয়া হলেও, আজকের কর্মসূচিতে তিনি যাচ্ছেন না।তৃণমূল সূত্রে খবর, সায়নী দলকে জানিয়েছেন যে, তাঁর মা হঠাতই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই কারণেই তিনি আজ যেতে পারছেন না। তবে আগামী ৬ তারিখ আরও একটি প্রচার কর্মসূচি রয়েছে, সেখানে সায়নী অংশ নেবেন। উল্লেখ্য, এরমধেয় আগামিকাল ইডির দফতরে সায়নীর হাজিরার দিন রয়েছে। সূত্রের খবর, সায়নীর হাজিরা দিতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ইডি দফতরে হাজিরা দেন সায়নী ঘোষ। ইডি দফতরে পৌঁছে সায়নী ঘোষ জানান, তিনি তদন্তে সহযোগিতা করতে এসেছেন। সায়নী বলেন,"আমি নির্বাচনী প্রচারে ছিলাম। ৪৮ ঘণ্টার নোটিসে আমাকে ডাকা হয়েছে। আমাকে সশরীরে হাজিরার কথা বলা হয়েছিল। তাই আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।"এখন ইডির নজরে সায়নীর নামে গল্ফগ্রিনের দুটি ফ্ল্যাট। কারণ, ৮০ লক্ষ টাকা দামের ফ্ল্যাটের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন বলে দাবি সায়নীর। বাকি ২০ লাখ টাকা সেভিংস ভেঙে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সায়নী। যদিও তদন্তকারীদের অনুমান বুকিং বাবদ যে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, তা কুন্তলের থেকে পেয়েছিলেন তিনি। তবে তা অস্বীকার করেছেন সায়নী। তাঁর দাবি, বাকি ২০ লক্ষ টাকা তাঁর এবং পরিবারের জমানো টাকা থেকে দিয়েছিলেন। এখন সায়নীর এই দাবি কতটা সত্য তা নিশ্চিত হতে ব্যাঙ্ক ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি, কে ঋণ শোধ করছে, ব্যাঙ্কের ঋণ ছাড়া অন্য কারও ঋণ নিলে থাকলে তার প্রমাণ্য নথি, সেভিংস ভেঙে টাকা দিয়েছেন বলে যে দাবি করছেন সেই সংক্রান্ত সব নথি জমা দিতে বলা হয়েছে সায়নী ঘোষকে। ৫ জুলাইয়ের মধ্যে সেই নথি নথি তলব করা হয়েছে।

খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর আগামীকাল রাজ্য এবং

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খাদ্যমন্ত্রীদের নিয়ে জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করছে

নতুন দিল্লি, ৪ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর, উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক খাদ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বুধবার অর্থাৎ ৫ জুলাই নতুন দিল্লিতে এক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করছে। ২০২৩-২৪-এ খরিফ বিপণন মরশুমে মোটা দানার শস্য সংগ্রহের জন্য একটা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে এই সম্মেলনের আয়োজন। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার সফল রূপায়নের জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হবে। এছাড়াও রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এক্ষেত্রে যেসব উৎকৃষ্ট পন্থা-পদ্ধতি হাতে নিয়েছে তার প্রচার ছাড়াও খাদ্য এবং পুষ্টি সুরক্ষার লক্ষ্যকে শক্তিশালী করাই হবে এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন, বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন। কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি এবং শ্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে ছাড়াও রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খাদ্য ও অসামরিক পণ্য সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রীরাও এতে যোগ দেবেন।

সম্মেলনে শ্রী পীযূষ গোয়েল শর্করা ইথানল পোর্টালের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। এছাড়াও আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে - স্মার্ট-পিডিএস-এর সফল রূপায়ন, সরবরাহ শৃঙ্খল বৃদ্ধি, ক্রয় কেন্দ্রগুলির গ্রেডিং এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির রূপান্তরসাধন।

দেশে খাদ্য এবং পুষ্টি সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার রূপান্তরসাধনে লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনার জন্য এই সম্মেলন একটি মঞ্চ হয়ে উঠবে এবং ২০২৩-২৪-এর একটি রোড ম্যাপও তৈরী করা হবে।

গত ৯ বছরে খাদ্য এবং গণবন্টন দপ্তর সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ধরে সময়মত খাদ্য শস্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২৩-এর পয়লা জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা প্রায় ৮০ কোটি সুবিধাভোগীর কাছে বিনা পয়সায় খাদ্যশস্য পৌঁছে দিয়েছে।

এই জাতীয় নানাবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে লক্ষ্য ভিত্তিক গণবন্টন ব্যবস্থা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং কার্যকারিতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যবস্থার আরও উন্নতিসাধনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর বেশকিছু নতুন উদ্যোগ চালু করার পরিকল্পনা নিচ্ছে, যাতে করে খাদ্য এবং পুষ্টি সামাজ গঠনের লক্ষ্য সফল রূপ পায়।

এই সম্মেলনে দেশের রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির খাদ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। খাদ্য এবং গণবন্টনের সামগ্রিক উন্নতিসাধনে তাঁরা মতবিনিময় করবেন।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্যের প্রার্থনা শুনে শিব শনির মুরচ্ছা ভঙ্গ করলেন । শনিদেবে অভিমান ভঙ্গ হল এবং ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমরপন করে ক্ষমা চাইলেন ।আসলে অসহায় শনি ভাই-বোনের থেকে দূরে সরে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ সব কিছুর দায় সন্ধ্যার ওপর চাপিয়ে তাঁকে একদিন লাথি মারেন তিনি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

রাজনীতির বাইরে অনেক মানুষ আছে যারা অত্যান্ত সৎ, রাজনীতি থেকে শতগুণ দূরে থাকে। তারাই একমাত্র সমাজ গড়ার কারিগর, মানুষ গড়ার কারিগর, আর সেইসব সৎ মানুষের উপরে আজও যেন রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত জঘন্য ভাবে পড়েছে। ভালো মানুষকে ভালো জায়গা রাখার মত সৎ মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক বিদ এরাজ্যে নেই বলে মনে হচ্ছে বুদ্ধিজীবী মহলের। গণতন্ত্রের বাইরে আমরা আজ একনায়কতন্ত্র ও জোর-জুলুমের শাসন করার চেষ্টা করছি। এসব বন্ধ হওয়ার স্বপ্ন আমরা কিভাবে দেখি না তবে বাস্তব স্বপ্ন দেখাটাই অনেক ভালো। তাই বলবো

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেতা ও নেতৃত্ব শব্দযুগল বহুল পরিচিত। সবার ওপরে একটি বিষয়ে বাঙালিদের আগ্রহ লক্ষণীয়। আর তা হলো 'রাজনীতি'। বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। পেটে ভাত বা পকেটে টাকা না থাকলেও অনেক সময় চলে। কিন্তু রাজনীতি ছাড়া বাঙালির যেন জীবন অচল। বলা যায় জন্মগতভাবেই বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। চায়ের দোকানে, বাসে বা ট্রেনে, আড্ডায় বা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অনায়াসেই উঠে আসে রাজনৈতিক আলোচনা। এটা শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি গোষ্ঠীই কোনো না কোনোভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয় উঁচু পর্যায় থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লা এমনকি গ্রাম-গঞ্জে প্রতিটি জায়গায়ই দেখা মেলে নানা ধরনের সংগঠনের। ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, শিল্পী, উকিল, ডাক্তার থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত। সবাই নানা নামে, নানা ভাগে গোষ্ঠীবদ্ধ। এর পেছনেও থাকে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব। থাকেন নেতা। তা নিয়েও চলে নানা রাজনীতি। নেতা হন অনেকে সেবা করতে। অনেকে নিজ স্বার্থ উসুল করতে। বর্তমানে বলা যায়, সাধারণদের ওপর ভর করে তর তর করে উঠে যাওয়ার নামই রাজনীতি। যে নেতা যত চতুরতার সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারেন বলা হয় তিনি তত ভালো রাজনীতিবিদ। তিনি তত ভালো রাজনীতি বোঝেন। প্রতারিত হয়ে অনেক সময় সেই নেতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সাধারণরা। তুলে আনে নতুন কাউকে। আবার শুরু হয় স্বপ্ন দেখা। বাঙালি স্বপ্নবাজ জাতি। আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি বাঙালি জীবনে সাংবাদিকতার চর্চা শুরু হয়েছে সারা দেশজুড়ে, তার ইতিহাস যদি আমরা জানতে চায় তাহলে বিগত দিনের কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়।স্বাধীনতার আগে ভারতে সংবাদপত্রের ধারণাটা মোটামুটি একই রকম ছিল প্রকাশক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্বাধীনতার আগে সকলের স্বার্থ বা লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিমুখও বদলাতে থাকে। চলে আসে বিজ্ঞাপনের স্বার্থ। তারপরে অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রের মতো না হলেও পরোক্ষে নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে সংবাদপত্রগুলি। সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যম কোনও জনমত তৈরি করতে পারে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলি থেকে সরকারি তথ্য, সবই পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এই মাধ্যমে সর্বশেষ সংযোজন হল ওয়েব-মিডিয়া। তাই দেখা গিয়েছে, কোনও দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হলে প্রথমেই সংবাদমাধ্যমের কার্যালয় তারা দখল করে নেয়। এখন গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারও হয়তো অন্য ভাবে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মনে রাখা দরকার, অনেক সংবাদপত্রেরই আয়ের বড় অংশ আসে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে। বর্তমানে সরকারি সেই বিজ্ঞাপন যেন আজ মাঠে মারা যাচ্ছে ,অনেক কাগজ আছে যারা সরকারি বিজ্ঞাপন এখন আর ঠিকমতো পায় না। না পাওয়ার ফলে কাগজের আর্থিক অবস্থা প্রচন্ড ভেঙে পড়েছে, আর সে কারণে সংবাদ পত্রিকার বহু সাংবাদিক কর্মীরা আজ যেন জীবনে চলার পথে বহু বাধা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়,আমাদের দেশে সাংবাদিকরা কতটা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন? ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স ২০১৭ অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ছিল ১৩৬ নম্বরে। ২০১৬ সালে ছিল ১৩৩ এবং তার আগের বছর ছিল আবার সেই ১৩৬ নম্বরেই। মানে সামান্যতম হেরফেরটুকু বাদ দিলে ভারতে সাহসী সাংবাদিকতার পরিসর প্রায় নেই বললেই চলে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা না দেয়, তা হলে সাংবাদিকরা কী ভাবে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করবেন? সাংবাদিকরা যদি নিরপক্ষ ভাবে কাজই না করতে পারেন তা হলে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে প্রাভদা (যার বাংলা তর্জমা করলে হয় সত্য)এবং বর্তমান চিনের জিনহুয়া সংবাদসংস্থার মতো একটি সংস্থা খুললেই হয়। চিনে যে ৪২টি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে, প্রতিটিই শাসকদলের এবং সবকটি সংবাদপত্রের খবর ও ছবির মূল উৎস হল জিনহুয়া। সব কিছুর পিছনে একটা কমাগত অন্যরাই ও তার ইতিহাস বর্তমান স্মৃতিতে ভেসে উঠছে, সেই ইতিহাস চর্চা আর সে কথাগুলো আমার কলমে আজ কয়েকটা স্মৃতি তুলে ধরতে চাই।সামরিক অভ্যুত্থান না হলেও এ দেশে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সেই সংবাদ ওচেপে দেওয়া'র জন্য সেই রাতে রাজধানী দিল্লির বহু সংবাদপত্রের অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল বলে তৎকালীন সময়ের সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি। সেই সময় (এখনও) আকাশবাণী ও দূরদর্শন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং অন্য কোনও বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছিল না।দেশে জরুরি অবস্থা চলার সময় অনেক সাংবাদিককে কারাবাস করতে হয়েছে। নিয়মিত 'সেন্সর' করা হয়েছে সংবাদ ও ব্যঙ্গচিত্র। সেই সময় কে শঙ্কর পিল্লাইয়ের জনপ্রিয় কার্টুন পত্রিকা শঙ্করস উইকলিও বন্ধ হয়ে যায়। সাংবাদিকতা জীবন থেকে একটু দূরে চলে গেলে সব জানো ইতিহাস চর্চার পিছনে আবছা অন্ধকারের মত আলো আঁধারে স্বপ্নে বিভোর । তবে দেশের তুলনায় পশ্চিমবাংলার সাংবাদিকরা অনেকটাই সুস্থ মানসিকতার সাথে আজ সাংবাদিকতা করতে পারছে সেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৌলতে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টাপার্থিতে সাই হিরা আন্তর্জাতিক

কনভেনশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নতুনদিল্লি ০৪ জুলাই,২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টাপার্থিতে সাই হিরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে বিশ্বের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পুণ্যার্থী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানান । তিনি বলেন, "শ্রী সত্য সাই-এর আশীর্বাদ এবং অনুপ্রেরণা আমাদের সঙ্গে রয়েছে" । সাই হিরা গ্লোবাল কনভেনশন সেন্টার চালু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন । নতুন এই কেন্দ্রটি আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচির্ত্যের প্রতীক হল এই সেন্টারটি।

শ্রী মোদী বলেন, সমাজে নেতাদের ভালো আচরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করেন । শ্রী সত্য সাই এর জ্বলন্ত উদাহরণ বলে মন্তব্য করেন তিনি । তিনি বলেন, "ভারত আজ স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির দিকে এগোচ্ছে এবং আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করছি। আমাদের অঙ্গীকার হল, বিকাশ (উন্নয়ন) এবং বিরাসতের (ঐতিহ্য) মেলবন্ধন।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশের আধ্যাত্মিক স্থানগুলির পুনর্জাগরণের পাশাপাশি ভারত প্রযুক্তি এবং আর্থিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলেছে । ভারত বর্তমানে বিশ্বের সেরা ৫টি আর্থিকভাবে উন্নত দেশের একটি বলে মন্তব্য করেন তিনি । তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ৫জি-র ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অনলাইন লেনদেনের ৪০ শতাংশই এখন ভারতে হয়ে থাকে । পুট্টাপার্থিকে ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্য তিনি পুণ্যার্থীদের কাছে আর্জি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সর্বক্ষেত্রে আজ পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে । গ্লোবল কাউন্সিলের মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে বেশি করে জানতে পারছেন বিশ্ববাসী। শ্রী মোদীর মতে, হাজার হাজার ধরে সব সাধকরা "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে আসছেন । তিনি বলেন, শ্রী সত্য সাই পুট্টাপার্থিতে জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর অনুগামীরা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছেন।

শ্রী সত্য সাই-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী এই ধর্মগুরুর বাণীগুলির কথা উল্লেখ করেন । এর মধ্যে রয়েছে "সবাইকে ভালোবাসুন, সবার সেবা করুন", "আঘাত নয়, সবসময় সাহায্য করুন", "কথা কম কাজ বেশি" প্রভৃতি । গুজরাতে ভূমিকম্পের সময় তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রীরা।

শ্রী মোদী বলেন, ভারতের সামাজিক কল্যাণে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলি বরাবরই কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। তাঁর কথায়, আজ দেশের উন্নয়নে বিশেষ গতি এসেছে । অমৃত কালের অঙ্গীকার পূরণে সত্য সাই ট্রাস্টের মতো সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । দেশ গড়ার কাজে এবং সামাজিক ক্ষমতায়ণে সত্য সাই ট্রাস্টের প্রয়াসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সত্য সাইয়ের গড়ে তোলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে পরিবেশ রক্ষায় মিশন লাইফ এবং ভারতের জি ২০ সভাপতিত্বের কথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎই আমাদের মন্ত্র। রাষ্ট্রসংঘের সদর কার্যালয়ে যোগা অনুষ্ঠানের রেকর্ড সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, যোগার সঙ্গে দেশের মানুষ আয়ুর্বেদকেও গ্রহণ করছেন । আমাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে মন্তব্য করেন তিনি । প্রধানমন্ত্রী 'প্রেম তরু' উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে আগামী ২ বছরে এক কোটি বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । এই প্রকল্পের কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান । সেইসঙ্গে প্লাস্টিকমুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দেন তিনি।

অন্ধ্রপ্রদেশের ৪০ লক্ষ পড়ুয়ার কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সত্য সাই সেন্ট্রাল ট্রাস্টের ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শ্রী অন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্য রাজ্যগুলিও এ ধরনের উদ্যোগে সামিল হলে দেশের অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবেন । প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সত্য সাই-এর আশীর্বাদ আমাদের সবার সঙ্গে রয়েছে । এই শক্তি দিয়েই আমরা উন্নত ভারত গড়ব এবং গোটা বিশ্বকে সেবা করার অঙ্গীকার পূরণ করব।"

সিনেমার খবর

cinema TV

শার্টলেস ছবিতে হৃতিক, প্রেমিকা বললেন আগুন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গায়ে জামা নেই,পরনে ট্রাউজার, মাথায় ক্যাপ- এমন লোকেই হৃতিক রোশান ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে হৃতিক লিখেছেন 'ব্যাক ডে।'

হৃতিকের এই আবেদনময়ী লুক দেখে প্রশংসা করছেন অনেকেই। ছবি দেখে কেউ কেউ বলছেন- 'এজন্যই তাকে গ্রিক গড বলা হয়।'

ভক্তরা তো সেখানে কমেন্ট করেছেনই, কমেন্ট করেছেন বলিউডের অনেক তারকাও। বাদ যাননি হৃতিকের প্রেমিকা সাবা আজাদ। এ অভিনেত্রী আগুন ও কালো রঙের হার্টের ইমোজি পোস্ট করেছেন।

সুজান খানের সঙ্গে হৃতিকের বিচ্ছেদের পর সাবা আজাদের প্রেমে পড়েন এই অভিনেতা। গায়িকা ও অভিনেত্রী সাবা। তার পুরো নাম সাবা সিং গ্রেওয়াল।

২০০৮ সালে 'দিল কবাডি' দিয়ে বলিউড সিনেমায় নাম লেখান। ২০১১ সালে অভিনয় করেছেন ওমুঝসে ফ্রেন্ডশিপ করোগ্গে সিনেমাতে। ২০২১ সালে 'ফিলস লাইক ইশক' সিনেমায় তাকে দেখা গেছে।

পরিবারের সঙ্গে ছবি দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন সালমান খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায় প্রতি বছরই ঈদের মত বড় উৎসবে সিনেমা মুক্তি দেন সালমান খান। ব্যতিক্রম এবারের ঈদুল আজহা। সিনেমা মুক্তি পায়নি তার। তাই পরিবার নিয়েই ঈদ উদযাপন করছেন তিনি। ঈদের দিন সন্ধ্যায় মাবাবা ও ভাইদের সঙ্গে ছবি দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন সালমান খান। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুকে পারিবারিক ছবি দিয়ে অভিনেতা লিখেছেন, 'ঈদুল আজহা মুবারাক'। ছবিটিতে সালমানের বাবা সেলিম খান, মা সালমান খান ছিলেন; দেখা গেছে বোন অমৃতা খান ও অলিভিয়া খানকে। এ ছাড়া সালমানের অন্য দুই ভাই আরবাজ খান ও সোহেল খানও ছিলেন। প্রিয় তারকার পারিবারিক ছবি দেখে ভক্তরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এক ভক্ত লিখেছেন, 'দারুণ ছবি। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।' সালমানের নতুন ছবি 'টাইগার থ্রি' মুক্তি পাবে আসছে দিওয়ালিতে। ছবিটিতে তার সঙ্গে দেখা যাবে ক্যাটরিনা কাইফকেও।

নিজেদের রসায়ন নিয়ে মুখ খুললেন বিজয়-তামান্না

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিজয় বার্মা ও তামান্না ভাটিয়ার প্রেমের চর্চায় এখন সরগরম মায়ানগরী। সম্পর্কের কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই দু'জনের।

বিজয়-তামান্নাকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবি 'লাস্ট স্টোরিজ ২' ছবিতেও। যে ছবিতে এত বছরের প্রতিজ্ঞা ভেঙে পর্দায় চুমু খেয়েছেন তামান্না। সে তো বিজয়ের জন্যই! কাজের সূত্রেই তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

প্রথম ডেটে গিয়ে কি তারা কখনও কারও সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন? প্রশ্ন করা হয় জুটিকে। তামান্না স্পষ্ট জানান, এমন কিছু করেননি তিনি। একই প্রশ্নের জবাবে বিজয় অবশ্য জানান, তার প্রথম ডেটে গিয়েই ঘনিষ্ঠ হওয়ার অভিজ্ঞতা 'বোধহয়' হয়েছে। তিনি তামান্না কি না, তা অবশ্য খোলাসা করলেন না।

তামান্নার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিজয় জানান, 'লাস্ট স্টোরিজ ২'-এর অন্যতম পরিচালক সুজয় ঘোষের অফিসেই অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় তার। কথাবার্তা বলে একে অপরের সঙ্গে সাবলীল হওয়ার চেষ্টা করছিলেন দু'জনেই। সেই সময়ে বিজয়কে চুম্বনের প্রসঙ্গ তোলেন তামান্না। প্রায় ১৭ বছরের অভিনয়জীবনে কোনও দিন পর্দায় কোনও অভিনেতাকে চুম্বন করেননি তামান্না। তার চুক্তিতে সব সময় উল্লিখিত থাকত এই শর্ত। 'লাস্ট স্টোরিজ ২'-এর জন্য প্রথমবার নিজের প্রায় দু'দশকের এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন অভিনেত্রী।

বিজয় জানান, প্রথম দেখাতেই তামান্না তাকে বলেন যে, তিনিই প্রথম অভিনেতা, যাকে তিনি পর্দায় চুম্বন করতে চলেছেন। আচমকা খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেও এ কথা শুনে মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন বিজয়। তামান্নাকে 'ধন্যবাদ' বলতেও ভোলেননি তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তামান্নাকে তার সঙ্গীর মধ্যে আকর্ষণীয় কোনও একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে বলা হয়েছিল। তামান্না বলেন, "সব কিছুই ভাল।"

নানা সাক্ষাৎকারে বিজয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তামান্না। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের রসায়নের প্রভাব পর্দায় পড়েছে, না কি পর্দার রসায়ন বাস্তবে তা নিয়েই চলছে চর্চা।

ফিরছে সৌরভের 'দাদাগিরি'র নতুন সিজন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফের শুরু হতে চলেছে ভারতের জনপ্রিয় টিভি শো 'দাদাগিরি'। প্রতিবারের মতো এতে এবারও সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকবেন সৌরভ গাঙ্গুলি।

জানা গেছে, অক্টোবরের শেষের দিকে টিভির পর্দায় হাজির হবে 'দাদাগিরি'। পুরনো ফরম্যাট মেনেই হবে শো। তবে থাকবে বেশ কিছু চমক। এই মুহূর্তে শনি ও রবিবার রাত ৯.৩০টার স্লটে জি বাংলায় দেখা যাচ্ছে 'ডান্স বাংলা ডান্স'। নাচের এই রিয়ালিটি শো শেষ হলে তার জায়গা নেবে সৌরভের 'দাদাগিরি'।

২০০৯ সাল থেকে সফর শুরু হয় 'দাদাগিরি' গেম শো। প্রথম থেকেই সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন সৌরভ। তবে একটি সিজনে তার জায়গায় এসেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। পরে দর্শকদের অনুরোধেই ফের দায়িত্ব নেন সৌরভ।

শুধু অর্থের জন্যই

চেলসি ছেড়ে সৌদিতে এসেছি'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের তারকা সদাইয়ে মূল নজর ছিল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে ঘিরে। বিশাল অঙ্কের আর্থিক প্রস্তাবও দিয়েছিল সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। অঙ্কটা ছিল বছরে ৪০ কোটি ইউরো বা তার চেয়েও বেশি। কিন্তু মেসিকে চোখে চোখে রেখেও শেষ পর্যন্ত হারাতে হয় আল হিলালকে। আর্জেন্টিনার মহাতারকা আল হিলালের প্রস্তাবটা গ্রহণ করেননি। তবে আল হিলাল শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করেছে সেনেগালের তারকা ফুটবলার কালিদু কুলিবালিকে।

সৌদি ক্লাবে যোগ দিতে তিনি ছেড়েছেন প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসিকে। মূলত, অর্থের ঝনঝনানিতেই ইউরোপ ছেড়ে সৌদির অখ্যাত ক্লাবগুলোতে আসছে ফুটবলাররা। ইউরোপ থেকে তার সরে যাওয়ার বিষয়ে কুলিবালি স্পষ্ট করে জানালেন, সৌদিতে আসার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে অর্থ।

কুলিবালি বলেন, 'আমি এটা অস্বীকার করতে পারি না। আমি আমার পুরো পরিবারকে ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করতে পারব, আমার বাবা-মা থেকে আমার কাজিন পর্যন্ত। এতে সেনেগালে আমার ক্যাপিটাইন ডু কোউর অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমকে সমর্থন করতে পারব। ইতোমধ্যে আমার বাবা-মায়ের গ্রামে একটি ক্লিনিক তৈরি শুরু করেছি। তরুণদের সাহায্য করার জন্য আমার অনেক প্রকল্প আছে।'

অর্থের পাশাপাশি ধর্মকেও অন্যতম কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন সেনেগালের এই তারকা। তিনি বলেন, 'আমি একজন মুসলিম, আমি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য একটি আদর্শ দেশে পৌঁছেছি।' চেলসিতে নিয়মিত খেলার সুযোগ পেতেন না কুলিবালি। সৌদিতে অন্তত তার বেঞ্চে বসে থাকতে হবে না, 'আমি কিছু না করে বেঞ্চে থাকতে পছন্দ করি না। আমি সেখানে যেতে পছন্দ করি যেখানে আমি সত্যিই চাই।'

৯ হাজার রানের মাইলফলক

স্পর্শ করলেন স্মিথ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বেন স্টোকসের ফুল লেংথ ডেলিভারি মিড উইকেটে ফ্লিক করলেন স্টিভেন স্মিথ। চোখের পলকে বল চলে গেল সীমানায়। অস্ট্রেলিয়ান তারকা ব্যাটসম্যান পৌঁছে গেলেন ৯ হাজারের ঠিকানায়। যে মাইলফলকে তার চেয়ে দ্রুততম কেবল কুমার সাঙ্গাকারা। লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার (২৯ জুন) অ্যাশেজের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম দিন নিজের টেস্টে ৯ হাজারের ক্লাবে নাম লেখান স্মিথ। ৯৯ ম্যাচের ১৭৪ ইনিংসে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। তার চেয়ে কম ইনিংসে ৯ হাজার রান করতে পেরেছিলেন শুধু সাঙ্গাকারা। ২০১১ সালের নভেম্বরে ১৭২তম টেস্ট ইনিংসে এই কীর্তি গড়েন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান। এই সংস্করণে ৯ হাজার রান করা তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ান ও সব মিলিয়ে ১৭তম ব্যাটসম্যান স্মিথ। প্রায় ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে ৬০ ছুঁইছুঁই গড়ে ৩১ সেঞ্চুরি ও ৩৭ ফিফটিতে এই ঠিকানায় পা রাখলেন ৩৪ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। কাঙ্ক্ষিত মাইলফলক থেকে ৩১ রান দূরে থেকে লর্ডসে ব্যাটিংয়ে নামেন স্মিথ। প্রথম বলেই স্ট্রেইট ড্রাইভে নেন ৩ রান। ইতিবাচক ব্যাটিংয়ে ৪টি চারে ১৫ বলে পৌঁছে যান ২৪ রানে। এরপর স্টুয়ার্ট ব্রডের বলে তাকে কট বিহাইন্ড আউট দেন আম্পায়ার। সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ নেন স্মিথ। রিপ্লেতে দেখা যায়, ব্যাট ও বলের মধ্যে দূরত্ব ছিল বেশ। ফলে বদলে যায় সিদ্ধান্ত। রিভিউ নিয়ে নিজের উইকেট বাঁচানোর পর কিছুটা খোলসবন্দী হয়ে পড়েন সময়ের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন স্মিথ। পরের ২৭ বল থেকে নেন ৪ রান। পরে ইংলিশ অধিনায়কের মিডল-লেগ স্টাম্পের ওপর করা ফুল লেংথ ডেলিভারির পূর্ণ ফায়দা নিয়ে ৯ হাজারে পা রাখেন তিনি। ওই ওভারে আরেকটি বাউন্ডারি মেরে আরও এগিয়ে যান অস্ট্রেলিয়ান তারকা। অথচ ২০১০ সালে লেগ স্পিনার হিসেবে অভিষেক হয় স্মিথের। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে নিচের দিকেই ব্যাটিং করেন তিনি। এর মধ্যেই নিজের দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭৭ রানের ইনিংস খেলে ছাপ রাখেন ব্যাটিং সামর্থ্যের। ২০১১ সালে সিডনি টেস্টের পর প্রায় দুই বছর বিরতি পড়ে স্মিথের ক্যারিয়ারে। এরপর ২০১৩ সালের ভারত সফরে ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে ফেরেন তিনি। পাঁচ নম্বরে নেমে প্রথম ইনিংসেই করেন ৯২ রান। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। নিয়মিতই ওপরের দিকে ব্যাটিং করতে থাকেন তিনি। ওই বছরের আগস্টে লন্ডনের কেনিংটন ওভালে দেখা পান প্রথম সেঞ্চুরির। প্রায় সোয়া ছয় ঘণ্টা ব্যাটিং করে খেলেন ১৩৮ রানের অপরাজিত ইনিংস। ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ২০১৫ সালের জুলাইয়ে প্রথমবার আইসিসির টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠেন স্মিথ। ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে লম্বা সময় শীর্ষস্থান ধরে রাখেন তিনি। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ক্যারিয়ার সেরা ৯৪৭ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেন স্মিথ। সম্ভাবনা জাগান ডন ব্র্যাডম্যানের গড়া রেকর্ড ৯৬১ রেটিং ছোঁয়ার। ওই বছরের মার্চে বল টেম্পারিং কাণ্ডে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ায় আর তা করা হয়নি ডানহাতি এই ব্যাটসম্যানের। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে তিনি ফেরেন ২০১৯ সালের অ্যাশেজ সিরিজ দিয়ে। এজবাস্টনে প্রথম ম্যাচেই খেলেন ১৪৪ ও ১৪২ রানের দুটি ইনিংস। ওই সিরিজে ৭ ইনিংসে ১১০.৫৭ গড়ে তিনটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটিতে ৭৭৪ রান করেন স্মিথ। এরপর থেকে নিজের চেনা ছন্দেই এগিয়ে চলেছেন তিনি। চলতি মাসেই আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ১২১ রানের ইনিংস খেলে দলকে শিরোপা জেতাতে রাখেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বর্তমানে ৮৬১ রেটিং নিয়ে টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬ নম্বরে অবস্থান করছেন স্মিথ।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান

ধরে রেখেছে মেসির আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জয়রথে থাকা আর্জেন্টিনা ধরে রেখেছে শীর্ষস্থান। মৌসুমের শেষ পর্যায়ে এশিয়া সফরে দুটি জয় পাওয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরাই আছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের চূড়ায়। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থা ফিফা বৃহস্পতিবার নতুন র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। র‍্যাঙ্কিংয়ের পরের দুটি অবস্থানেও নেই কোনো পরিবর্তন। যথারীতি আর্জেন্টিনার পেছনে আছে গত আসরের রানার্সআপ ফ্রান্স। সবশেষ আন্তর্জাতিক বিরতিতে ফলাফল খুব ভালো না হলেও তিনেই আছে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। কাতার বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা চলতি মাসে এশিয়া সফরে প্রীতি ম্যাচ খেলে দুটি। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ২-০ গোলে হারায় মেসি-দি মারিয়ারা। পরের ম্যাচে একই ব্যবধানে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে জয় পায় আর্জেন্টিনা। জুনে হওয়া ইউরো ২০২৪-এর বাছাইয়ের দুই ম্যাচের দুটিতেই জেতে ফ্রান্স। বর্ণবাদ বিরোধী অভিযানে ভিনিসিউসের সমর্থনে গিনি ও সেনেগালের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলে ব্রাজিল। গিনির বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৪-১ গোলে জয় পেলেও সেনেগালের কাছে ৪-২ গোলে হেরে যায় ব্রাজিল। এক ধাপ এগিয়ে চার নম্বরে উঠেছে ইংল্যান্ড। আর এক ধাপ পিছিয়ে পাঁচে নেমে গেছে বেলজিয়াম। উয়েফা নেশন্স লিগে রানার্সআপ হওয়া ক্রোয়েশিয়ার উন্নতি হয়েছে এক ধাপ। তারা আছে ষষ্ঠ স্থানে। এক ধাপ নেমে সাতে নেদারল্যান্ডস। র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে আর কোনো পরিবর্তন নেই। চলমান সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে দারুণ খেলে সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নিলেও বাংলাদেশ আছে আগের মতোই ১৯২ নম্বর স্থানে।

ইতালিতে নিষিদ্ধ

৮৮ নম্বর জার্সি, কারণ কী?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইতালিয়ান ফুটবলে নিষিদ্ধ হলো ৮৮ নম্বর জার্সি। ইহুদি-বিরোধী লড়াইয়ের লক্ষ্যে একটি উদ্যোগের অংশ এটি। ইতালি সরকারের সদস্য এবং ইতালিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফআইজিসি) সভাপতি গ্যাব্রিয়েল গ্রাভিনা এই বিষয়ে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

৮৮ নম্বরটি একটি জার্মান নাৎসি স্লোগান হিসেবে ধরা হয়, যা 'হেইল হিটলার' এর জন্য একটি সংখ্যাসূচক কোড। তাই ইতালিতে এই নম্বরটি ব্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ফুটবল ম্যাচগুলোতে 'এন্টি- সেমেটিক গান, কার্যকলাপ এবং অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে' বাধা দিতে পারবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

৮৮ নম্বরটি দিয়ে জার্মান নাৎসি বাহিনীতে 'হেইল হিটলার' বুঝানো হত। হাত উঁচিয়ে 'হেইল হিটলার' বলে হিটলারকে সম্মান জানাতো নাৎসি বাহিনী। 'এইচ' অক্ষরটি ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ, আর শব্দ দুটির প্রথম অক্ষর 'এইচ'।

চলতি বছরের মার্চে এক ভক্তকে 'হিটলারসন' এবং ৮৮ নম্বর লেখা লাজিও শার্ট পরে থাকতে দেখা গেলে ওই ভক্তকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। লাজিওর সেই ম্যাচে গ্যালারিতে থেকে প্রচুর ইহুদিবিদ্বেষী মন্তব্য শোনা গিয়েছিল এবং সে জন্য পরে শাস্তিস্বরূপ ক্লাবটির এক ম্যাচে দর্শক প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাতেও পিয়ানতেদোসি এ নিয়ে বলেছেন, 'আমাদের স্টেডিয়ামগুলোয় এখনো এই অসহ্য কুসংস্কার দেখা যায় এবং তার বিরুদ্ধে এটা হবে কার্যকর পদক্ষেপ।'

পিয়ানতেদোসি আরও বলেন, 'স্বাক্ষরিত চুক্তিটি একটি বৃহত্তর কৌশলের প্রথম পদক্ষেপ যা খেলাধুলায় সমস্ত ধরণের বর্ণবাদ এবং বৈষম্যে প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।'

চলতি বছর পাঁচবার

মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান লড়াই মানেই বাড়তি উত্তেজনা। দুই দলের এই লড়াই দেখার অপেক্ষায় থাকেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ এখন আর হয় না। আর সেজন্য ভারত-পাকিস্তান লড়াই দেখার জন্য বৈশ্বিক আসরগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। চলতি বছরই রয়েছে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ। এই দুই বড় আসরে পাঁচবার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ রয়েছে ভারত-পাকিস্তানের।

এবছর আগস্ট মাসের শেষে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা রয়েছে। খুব বেশি সময় বাকি না থাকলেও এখনও এশিয়া কাপের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। সেই প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বের প্রথমে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। দুই দলই যদি সুপার ফোর-এ ওঠে তা হলে প্রতিযোগিতার ফরম্যাট অনুযায়ী আরও এক বার দেখা হবে তাদের। একই সঙ্গে এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে ভারত-পাকিস্তানের। সে ক্ষেত্রে একটি শুধুমাত্র এশিয়া কাপেই তিনবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান।

এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার পরে ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ১৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। গ্রুপ পর্ব থেকে যদি ভারত ও পাকিস্তান নকআউট রাউন্ডে পৌঁছায় তাহলে সেমিফাইনাল বা ফাইনালে আবারও দেখা হতে পারে তাদের। সে ক্ষেত্রে একই বছর পাঁচবার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবা রয়েছে ভারত-পাকিস্তানের।

আবারও উইলিয়ামসের সেঞ্চুরি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক শন উইলিয়ামস ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি হাঁকালেন। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ক্যারিয়ার সেরা ১৭৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ বৃহস্পতিবার ওমানের বিপক্ষে করেছেন ১৪২ রান। তার অনবদ্য এই ইনিংসে ভর করে ৭ উইকেট হারিয়ে জিম্বাবুয়ে সংগ্রহ করেছে ৩৩২ রান।

বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৪৮ রানের মধ্যেই জিম্বাবুয়ের দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান সাজঘরে ফেরেন। ক্রেইগ আরভিন ২৫ রান করে ও জয়লর্ড গুম্বি ২১ রান করে আউট হন।

এরপর ওয়েসলি মাধেভেরেকে নিয়ে ৬৪ রানের জুটি গড়েন উইলিয়ামস। ১১২ রানের মাথায় মাধেভেরে আউট হন ২৩ রান করে। সেখান থেকে উইলিয়ামস ও রাজা ১০২ রানের জুটি গড়ে বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে দেন।

এরপর উইলিয়ামস ৮১ বলে ১০টি চার ১ ছক্কায় ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন।

২১৪ রানের মাথায় রাজা আউট হন ৪২ রান করে। এরপর ২৫৫ রানের মাথায় রায়ান বার্ল ফিরেন ১২ রান করে। উইলিয়ামস অবশ্য হাত খুলে মারতেছিলেন। ২৭৬ রানের মাথায় ফেরেন তিনিও। ১০৩ বল খেলে ১৪টি চার ও ৩ ছক্কায় ১৪২ রান করে আউট হন। এরপর লুক জংউয়ির অপরাজিত ৪৩ রানের ইনিংসে ভর করে জিম্বাবুয়ে ৩৩২ রানের বড় সংগ্রহ পায়।

বল হাতে ওমানের ফাইয়াজ বাট ১০ ওভারে ৭৯ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নেন।

আজ জিম্বাবুয়ে এই ম্যাচে ভালো ব্যবধানে জয় পেলে তাদের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে।

ম্যানসিটিতে যোগ দিয়ে

'স্বপ্ন পূরণ' কোভাচিচের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চেলসি থেকে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিলেন ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ডার মাতেও কোভাচিচ। ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের দলে যোগ দিয়ে জানিয়েছেন নিজের স্বপ্নপূরণের কথাও।

এক বিবৃতিতে কোভাচিচের চুক্তির বিষয়টি প্রকাশ করে সিটি। চার বছরের চুক্তিতে তিনি যোগ দিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগের দলটিতে। তবে আর্থিক বিষয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সিটিতে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত কোভাচিচ বলেন, 'আমার জন্য এটি দুর্দান্ত একটি পদক্ষেপ এবং সিটির হয়ে শুরু করতে আমার তর সইছে না। পেপ গুয়ার্দিওলার কোচিংয়ে এই দলকে যারাই দেখেছে, সবাই জানে তারা কতটা ভালো। আমার চোখে তারাই বিশ্বের সেরা ক্লাব। যতগুলো ট্রফি তারা জিতেছে, তা তো দৃশ্যমানই। পাশাপাশি, ফুটবলীয় দিক থেকেও তারা সেরা।'

'এই স্কোয়াডে যোগ দিতে পারা যে কোনো ফুটবলারের জন্যই স্বপ্নের মতো ব্যাপার। এখনও অনেক কিছু শেখার আছে আমার, উন্নতি করার বাকি আছে এবং আমি জানি, পেপের তত্ত্বাবধানে আমি আরও ভালো ফুটবলার হয়ে উঠব।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR